International Journal of Applied Research 2021; 7(1): 118-120

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 8.4
IJAR 2021; 7(1): 118-120
www.allresearchjournal.com
Received: 25-11-2020
Accepted: 27-12-2020

Subhas Modak
M.Phil, Research Scholr,
Vidyasagar University,
West Bengal, India

Corresponding Author:
Subhas Modak
M.Phil, Research Scholr,
Vidyasagar University,
West Bengal, India

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে দার্শনিক এবং ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি

Subhas Modak

১) সারাংশ

অন্যান্য প্রজাতির সঙ্গে আমরা মানুষেরাও এই পৃথিবীর সঙ্গে এক সাধারন সম্পর্কে আবদ্ধ। আমরা যে প্রাণী জগতের অংশ- এই সত্যকে, আমাদের অস্তিত্বের এক মৌলিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে মেনে নিই। এই পৃথিবীতে আমরা একে অপরের সঙ্গে পারস্পরিক নির্ভরতার সম্পর্কে সম্পর্কিত। আর এই পারস্পরিকতার দৌলতে টিকে থাকে বাস্তু ব্যবস্থাসমূহ তথা পরিবেশের ভারসাম্য। সাধারণত জীববৈচিত্র্য বলতে বোঝায় জীবনের বৈচিত্র্যকে।যা নির্ভর করে একটি অঞ্চলের বাস্তুতন্ত্রের ওপর। এই জীববৈচিত্র্যের মধ্যে যেমন থাকে চোখে দেখতে না পাওয়া আণুবীক্ষণিক জীব তেমনই থাকে বড় বড় গাছপালা ও প্রাণীরা। আমরা মানুষ হয়েও এর একটি উপাদান মাত্র। আমাদের খাওয়া-পরা বেঁচে থাকা সব কিছু নির্ভর করে এই বৈচিত্র্যময় উদ্ভিদ এবং প্রাণী গুলির উপর। কিন্তু এই উপলব্ধি আমাদের মধ্যে সবসময় আনতে পারি না বলেই আমরা আমাদের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে জীব বৈচিত্র্যকে সংকটের সম্মুখীন করে তুলেছি।

তাই বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসে মানবজীবন এখন এক কঠিন ও অভাবনীয় সত্যের মুখোমুখি। পরিবেশ বিপর্যয়, বিপন্ন মানুষের অস্তিত্ব। সম্পদ ও প্রাচুর্যের প্রয়োজনে প্রযুক্তি বিজ্ঞানকে প্রায় যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। প্রকৃতিকে নিঃস্ব করে, তার প্রাণ সম্পদকে হরণ করে, দৈনন্দিন ব্যবহারিক বস্তু বাহুল্যে পরিণত করার আয়োজনে জীবপ্রাণশক্তিই হয়েছে বিপন্ন।

জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণে সর্বপ্রথম যা প্রয়োজন তা হলো আমাদের পরিবেশের প্রতি প্রকৃতির প্রতি সচেতন হওয়া। প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে বলা হয়েছে সমগ্র বিশ্ব এক নৈতিক শৃংখলে তথা ঋত শক্তির দ্বারা আবদ্ধ। যে নৈতিক নিয়মকে আমরা লঙ্ঘন করতে পারি না এবং সমগ্র প্রকৃতির প্রতি আমরা ঋণে আচ্ছন্ন।

ব্যক্তি এবং পরিবেশের মধ্যে সম্পর্ক হল পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সম্পর্ক। আমাদের দ্বারা জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের ফলে যা কিছু ঘটনা ঘটছে সেগুলো সম্পর্কে আমরা সকলেই ওয়াকিবহাল রয়েছি। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে মানুষের দায়িত্বই বেশী। আমরা যদি প্রাচীন ভারতের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাব সেখানে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের ধারণা বর্তমান। জৈন এবং বৌদ্ধ অহিংসা তত্ত্বের মূল কথা হলো সমস্ত জীব ও উদ্ভিদের প্রতি প্রেম বিতরণ করা। সুতরাং মানব কেন্দ্রিকতা ধারণার অবসান ঘটিয়ে, সামঞ্জস্য বজায় রেখে প্রকৃতির প্রতি ক্রিয়া-কলাপ করে নীতি-নৈতিকতার মতো গুণাবলিকে বৃদ্ধি ঘটিয়ে আমরা ভবিষ্যতে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করতে পারবো এই আশা করি।

২) ভূমিকা

দর্শন জীব বৈচিত্র মূলত জগৎ ও জীবন নিয়ে আলোচনা করে। আর এই জগতের মধ্যে রয়েছে সমাজ, মনুষ্যজীব আর রয়েছে বিভিন্ন জীবের মধ্যে বৈচিত্র্যতা অর্থাৎ জীববৈচিত্র্য হলো বিভিন্ন জীবদের মধ্যে পারস্পারিক বৈচিত্র্যতা। প্রধানত খাদ্য বাসস্থান এবং স্বভাব ইত্যাদির ভিত্তিতে জীবদের মধ্যে বৈচিত্র্যতা লক্ষ্য করা যায়। তাই বায়ো ডাইভারসিটি কনজারভেশন এ বিষয়টি শুধুমাত্র সায়েন্সের অংশ হলেও তাকে কোনো-না-কোনোভাবে দর্শন এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করা যায়, কেননা দর্শন মূলত মানুষের জীবন যাত্রার মান কিভাবে উন্নয়ন করে জীবনের মূল্যকে রক্ষা করা যায় সেই নিয়ে আলোচনা করে এসেছে। আর জীবন মানেই সেই জীবনে বৈচিত্র্যতা লক্ষ্য করা যাবে। মানুষের দেহের অন্তর্গত প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সহিত তার যেমন বৈচিত্র্যতা লক্ষ্য করা যায় তেমনি এই বিশাল পৃথিবীর অন্তর্গত প্রত্যেকটি জীবের মধ্যেও বৈচিত্র্যতা লক্ষ্য করা যায়। বিজ্ঞানের ভাষায় জীব- বৈচিত্র্যতা

বলতে বোঝায় প্রকৃতির কোন একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে বা বাস্তুতন্ত্রে উপস্থিত বিভিন্ন প্রকার জীবদের মধ্যে জাতিগতভাবে অথবা বাস্তুতন্ত্রগতভাবে বিভিন্ন প্রকার জীবের উপস্থিতিকে জীববৈচিত্র্য বলে। অর্থাৎ এক কথায় জীববৈচিত্র্য শব্দটি এই পৃথিবী নামক গ্রহে প্রাণের ব্যাপক বৈচিত্র্যতাকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে বিজ্ঞানীরা আজ পর্যন্ত প্রায় ১.৮ মিলিয়ন বিভিন্ন প্রজাতির জীবের সন্ধান পেয়েছেন এবং তাদের নামকরণও করেছেন তথাপি পৃথিবীর বুকে প্রকৃতপক্ষে কত প্রজাতির জীবের অস্তিত্ব রয়েছে তা আমাদের এখনো অজানা।

৩) জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের কারণ:-

আমাদের একটাই পৃথিবী আর কেবল এখানেই প্রাণের কলরব আর এই জীবজগতের বৈচিত্র্য পৃথিবীতে প্রাণের সম্মিলন ঘটায়। মাটিতে উৎপন্ন সবুজ উদ্ভিদ এবং সমুদ্রে উৎপন্ন উদ্ভিদ আমাদের শ্বাসকার্যে ব্যবহৃত অক্সিজেন প্রদান করে থাকে। বাতাসে যে পরিমাণে কার্বনডাই-অক্সাইড আমরা প্রশ্বাসের মাধ্যমে ছেড়ে থাকি তা যদি বনভূমির সমুদ্র গ্রহণ না করতো তাহলে ভৌগোলিক জলবায়ুর পরিবর্তন সাধিত হতো, যা প্রাণিজগতের ওপর নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করত। প্রত্যেক প্রজাতির প্রাণী বেঁচে থাকার তাগিদে একে অন্যের ওপর নির্ভর করে এইভাবে বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীর মধ্যে স্থাপিত যোগসুত্র প্রাণী জীবনকে একত্রে বেঁধে রাখে। যদি একটি প্রজাতি ধ্বংস হয়ে যায় তবে তার ওপর নির্ভরশীল অন্যান্য প্রজাতির বিলুপ্ত হয়ে যায় নতুবা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।কিন্তু বর্তমানে আমরা জীববৈচিত্র্যকে হারিয়ে ফেলছি আমাদের নানা কর্মকাণ্ডের ফলে অর্থাৎ মানুষের এই পৃথিবী তথা পরিবেশের ওপর মনোভাব এবং মনুষ্য সৃষ্ট নানা কারণে বিশাল জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের মুখোমুখি। বাইবেল অনুসারে আমরা পাই ঈশ্বর তখন এই পৃথিবী সৃষ্টি করেন তখন প্রত্যেকেই উল্লেখ করেছিলেন 'সেই সকল উত্তম'। সৃষ্টিকর্তার সেই উত্তমতা বর্তমানে আমরা হারিয়ে ফেলেছি। এযেন ক্ষুধার রাজ্যে সব গদ্যময় হয়ে উঠেছে। জীবিকার তাড়নায় আজ আমরা সব খেয়ে ফেলেছি।

তাছাড়াও ধার্মিকতা সংক্রান্ত কারণ, সাংস্কৃতিক সংক্রান্ত কারণ, অর্থনৈতিক সংক্রান্ত এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্র রয়েছে যা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয়ভাবেই জীববৈচিত্র্য নষ্ট করে ফেলছে।

সাধারণভাবে জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের পেছনে বেশ কিছু কারণকেও আমরা দাবি করতে পারি যেমন-

1. চাষের জমির বৃদ্ধির জন্য এবং নগরায়ন জন্য যথেষ্ট পরিমাণে বনভূমি ধ্বংস করা হচ্ছে ফলে অনেক জীব তাদের বাসস্থান হারাচ্ছে।
2. মানুষের জনসংখ্যা ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে যা পরোক্ষভাবে জীববৈচিত্র্য ধ্বংস করে ফেলছে।
3. মানুষের খাদ্য সংগ্রহ এবং শিকারের আনন্দ উপভোগ করার জন্য যথেষ্ট সংখ্যক বন্য প্রাণীকে নিধন করা হচ্ছে।
4. বহু উদ্ভিদ ও প্রাণীর আন্তর্জাতিক অবৈধ ব্যবসা করা হচ্ছে।
5. যে সমস্ত বন্যপ্রাণীরা তাদের বাসস্থান হারিয়ে ফেলছে তাদের বিকল্প বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে না পারা।

আবার বলাবাহুল্য যে বর্তমানে সমাজকে রাজনৈতিক বেড়াজাল এমন ভাবে আবদ্ধ করে ফেলছে যে, দিনদিন মানুষ হিংস্র হয়ে উঠছে, হয়ে উঠছে পশুতুল্য, হারিয়ে ফেলছে তার বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিকতার গুণাবলীকে। ফলে মানুষ অনেক বেশি অনৈতিক হয়ে পড়ছে। মানুষ তো মানুষকে হত্যা করতেই ভয় পায় না তাহলে সে কি করে জীববৈচিত্রের কথা ভাববে ? সে কি করে পরিবেশের অন্যান্য জীব দের প্রতি ভালোবাসা প্রদান করবে ? এইভাবে মানুষ হয়ে উঠছে আত্মসুখকামী। সুখের জন্য এবং আনন্দ উপভোগ করার জন্য এমন কোন কাজ নেই যা সে করতে পারে না। তাই মানুষের যাবতীয় কর্মকাণ্ড জীবনযাপন রীতি এবং কর্মনীতি এক কথায় আমাদের যাবতীয় আচার আচরণ বা উদ্যোগ কোন না কোনভাবে পরিবেশকে প্রভাবিত করে।

৪) জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে প্রাচীন ভারত:-

এরপর আমরা আলোচনা করব জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করব কেন ? জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করার প্রয়োজনটাই বা কি ? জীববৈচিত্র্যকে সংরক্ষণ করার ব্যাপারে আমরা প্রাচীন ভারতের দিকে তাকালে তা বুঝতে পারব। অতীতকাল থেকেই মানুষের প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা এবং প্রকৃতির সৌন্দর্যের প্রতি মানুষের মুগ্ধ হওয়ার বিষয় আজও বিবেচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে।

"জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর"- স্বামী বিবেকানন্দের এই অমোঘ বানীর মধ্যে লুকিয়ে আছে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের বীজ মন্ত্র। মহাপুরুষগণ বারংবার জীবকে রক্ষা করার কথা বলেছেন। কেউ বলেছেন জীব হত্যা মহাপাপ আবার কেউ বলেছেন জীবকে শিব জ্ঞানে সেবা করো। শ্রীবিষ্ণু দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের মাধ্যমে জীবজগতের সংরক্ষণে বলেছেন- অধর্মের ভারাক্রান্ত এই পৃথিবীর বুকে ধর্মের প্রতিষ্ঠা করতে যেখানে জীবজগতের পক্ষে হানিকারক উপাদান গুলির অপসারণ ঘটিয়ে হিতকর উপাদানগুলির প্রতিষ্ঠা কে বোঝানো হয়। তিনি সৃষ্টির রক্ষাকর্তা। সুতরাং জীবজগতের সংরক্ষণকারী তিনি কালিয়া নাগকে দমন করে যমুনা তীরবর্তী প্রাণীকূলকে রক্ষা করেন। মানবজীবনে উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতের গুরুত্ব এবং তাদের পুষ্টিতে প্রকৃতির ভূমিকা যে বজ্রের ভীতি প্রদর্শনকারী দেবরাজ ইন্দ্রের তুলনায় অনেক বেশি গ্রহনযোগ্য তাকে বোঝাতে তিনি প্রকৃতির স্বরূপ গোবর্ধন পর্বত কে তুলে ধরেছিলেন।

আমরা আরো দেখতে পাই যে বিভিন্ন দেবদেবীর নিজ নিজ বাহন রয়েছে। অধিকাংশ বাহন বন্যপ্রাণী বিশেষ, যেমন বাঘ, সিংহ, হাতি, ষাঁড়, ময়ূর, সাপ, ইন্দুর, পেঁচা, রাজহাঁস ইত্যাদি। এই সমস্ত বন্যপ্রাণী কে লক্ষ্য করে একদিকে যেমন শাকাশী ও মাংসাশী প্রাণী রয়েছে, তেমনি অন্যদিকে স্থলজ ও জলজ জীব-জন্তু, পক্ষী ও পোকামাকড়ও রয়েছে। এছাড়াও কিছু কাল্পনিক প্রাণী কিংবা প্রাণীর অঙ্গবিশিষ্ট দেবদেবী আছেন। যেমন গারুড়, সিদ্ধিদাতা শ্রী গণেশ হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি। আবার কয়েক প্রকার উদ্ভিদের সঙ্গে বিভিন্ন দেবদেবীর একান্ত নিবিড় সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায় যেমন মা'কালীর সঙ্গে জবা ফুলের, নারায়ণের সঙ্গে তুলসীর, শ্রী গনেশের সঙ্গে কলাগাছের, কার্তিকের সঙ্গে পানের, মা মনসার সঙ্গে ফনিমনসা গাছের, শিবের সঙ্গে ধুতরা আকন্দ অপরাজিতা ও বেল গাছের সম্পর্ক। সুতরাং হিন্দু দেবদেবী গণের সঙ্গে বিশেষ বিশেষ উদ্ভিদ ও প্রাণীর নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। তাই একথা স্বীকার করে নেওয়াই ভাল যে প্রাচীন ভারতীয় ও পৌরাণিক যুগেও জীববৈচিত্র্যের রক্ষণাবেক্ষণ বর্তমান ছিল।

৫) জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে বৌদ্ধ ও জৈন অহিংসা

আবার এই জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করার জন্য আমরা জৈনদের অহিংসা তত্ত্ব কে টেনে আনতে পারি আবার বৌদ্ধ হিংসার কোথাও সমানভাবে গ্রহণীয়। বর্তমানে মানুষের হিংসার পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে তাদের আকাশছোঁয়া চাহিদার জন্য। এই অহিংসাকে সংযত করতে হবে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য জৈনদের পঞ্চ মহাব্রত উল্লেখ করা যায়। সেখানে অর্থাৎ পঞ্চ মহাব্রতের

অন্যতম হলো অহিংসা। জৈনরা বলে 'অহিংসা পরমো ধর্ম' - তারা দাবি করেন জীবহত্যা মাত্রই হিংসার অন্তর্গত। অসতর্কভাবে হত্যাও হিংসাত্মক। কায় (দৈহিক), বাচিক (বাক্যের দ্বারা) মানসিক এই তিন ধরনের হিংসা থেকে বিরত থাকার কথা বলেন জৈনরা। জৈনরা জীবহত্যা থেকে বিরত থাকার জন্য সতর্ক ভাবে হাঁটাচলা করত। কিন্তু বর্তমানে জৈনদের অহিংসাব্রত পালন করা খুবই কষ্টসাধ্য হলেও তারা অনুব্রতের কথা বলেন এবং সর্বজীবের প্রতি ভালোবাসা প্রদান করার কথা বলেন। অন্যান্য জীবদের তুচ্ছ না ভেবে সমস্ত জীবকে মানুষের মতোই ভাবতে হবে, ভাবতে হবে আমাদের জীবন ওদের হাতেই নির্ভরশীল।

একইভাবে বৌদ্ধ দর্শনের পঞ্চশীলের মধ্যে অহিংসা হলো একটি অন্যতম শীল। এখানেও বলা হয়েছে জীব হত্যা করা যাবেনা, সমস্ত জীবের প্রতি আমাদের প্রেম নিবেদন করতে হবে, তাদেরকে নিছক পশু না ভেবে নিছক মূল্যহীন জীবন্ত না ভেবে তাদেরকে রক্ষা করতে হবে এবং সেখানে মানুষ শুধু যে তার আচরণকে সংযত করবে তা নয় অপর অন্যান্য ব্যক্তির আচরণকেও সংযত করার কথা বলা হয়।

৬) জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে পরিবেশ নীতিবিদ্যা:-

তাছাড়া নৈতিকতার দিক থেকে বলা যায় জীবহত্যা করা অনৈতিক কাজ। নৈতিকতার দিক থেকে একজন ব্যক্তি কখনোই হত্যা করতে পারেনা। তাই আমাদেরকে অবশ্যই নৈতিক হতে হবে। এছাড়া অস্ট্রেলিয়ান দার্শনিক পিটার সিঙ্গার ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত বিখ্যাত প্রবন্ধ 'All Animals are Equal' যা প্রাণী মুক্তি আন্দোলনে ইন্ধন জুগিয়েছিল। তিনি তাঁর প্রবন্ধে প্রাণীদের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি যে ভ্রান্তদর্শী- সেই দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের লক্ষ্যে বিখ্যাত দার্শনিক জেরেমি বেন্থাম এর উপযোগবাদকে টেনে আনে সেখানে বলা হয় আমাদের সেই সুখ কামনা করা উচিত যা সর্বাধিক ব্যক্তির মঙ্গল সাধন করতে পারে এবং আমাদেরকে প্রাণী কল্যাণের দার্শনিক ভিত্তি রচনা করতে হবে।

আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি অনেকটা এইরকম যে নীতি-নৈতিকতা মানুষের সৃষ্টি এবং তাই এর পরিধি মনুষ্য প্রজাতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা প্রয়োজন। কিন্তু না জল স্থল অন্তরিক্ষের অনেক কিছুই যে নীতি বিবেচনার মধ্যে আনা উচিত এই রূপ ভাবনার ভাবে আমাদেরকে উত্তীর্ণ হতে হবে। 'সমস্বার্থের সমবিচার' এই নীতির বলে আমরা বলতে পারি সমবেদিতা যাদের আছে সেই সকল প্রাণী নৈতিক বিচার পাবার যোগ্য। মানুষের দুঃখ যন্ত্রণা যদি নীতি বিচারের মঞ্চে স্থান পায় তাহলে সমতা নীতির যুক্তি বলে প্রাণীকুলের দুঃখ যন্ত্রণা তাদের প্রতি মানুষের সীমাহীন নিষ্ঠুরতাও নীতিবিচারে স্থান পাবার যোগ্য। মানুষের যে মূল্য রয়েছে সেই একই মূল্য রয়েছে প্রাণীকুলের।

সেখানে আমাদের মনোভাব হল প্রকৃতি যেন আমাদের সমস্ত দাবি সমস্ত প্রয়োজন মেটাতে দায়বদ্ধ। তাই আমরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে নানা বিরূপ ক্রিয়াকাণ্ড ঘটিয়ে চলেছি, আর ভেবে এসেছি যে এই বোবা প্রকৃতি আমাদের এইসব আচার-আচরণ কার্যকলাপ অনন্ত কাল ধরে সহ্য করে যাবে এরকম ভেবে আমরা অভ্যস্ত কিন্তু প্রকৃতির ক্ষমাহীন প্রতিরোধ খরা, বন্যা, ভূমিকম্প, সুনামি আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছে প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক এক তরফ নয়। তাহলো আদান-প্রদানের সম্পর্ক।

৭) উপসংহার

আলোচনার পরিসমাপ্তিতে এসে এই কথা বলতে পারি আজকের দিনে আমাদের উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে প্রকৃতি যেমন আমাদের অস্তিত্বের সার্থক স্ফুরনে ও সংরক্ষণে সহায়তা করে আমাদের তেমনি কিছু নৈতিক দায় ও কর্তব্য আছে পরিবেশ, প্রকৃতি এবং জীবনের প্রতি। এভাবে পরিবেশ সম্পর্কে যথোপযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণই পরিবেশকে রক্ষা করতে পারে, পারে আমাদের জীবমণ্ডল কে রক্ষা করতে।শুধুমাত্র এই প্রকৃতিকে রক্ষা করব আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তা নয় প্রকৃতিকে তার স্বত:মূল্যের জন্য প্রকৃতিকে রক্ষা করতে হবে। না হলে সেদিন আর বেশি দিন নয় যেদিন আমরা আমাদের জীববৈচিত্র্যকে সম্পূর্ণ ভাবে হারিয়ে ফেলবো।

৮) তথ্যসূত্র

1. ড. সন্তোষ কুমার পাল, ফলিত নীতিশাস্ত্র, প্রথম খন্ড, লেভান্ট বুকস-কলকাতা, ১৫আগস্ট,২০১২ পরিবেশ নীতি শাস্ত্র, পৃষ্ঠা ১৫০-১৬৫।
2. দীপক কুমার বাগচী, ভারতীয় নীতিবিদ্যা, প্রগতিশীল প্রকাশক-কলকাতা-৭৩, নভেম্বর ২০০৪, বৌদ্ধ দর্শন ও নীতিবিদ্যা, পৃষ্ঠা ৮৪-৯৪, জৈন দর্শন ও নীতিবিদ্যা, পৃষ্ঠা ৮৫-১০৫।
3. পবিত্র জ্যোতি মন্ডল ও উজ্জ্বল খাঁন, অরণ্য ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে প্রাচীন ভারত, নভেম্বর ২৩,২০১৭।